মহান রবের উদ্দেশ্যে যাত্রা

১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টা ১ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির নামে হত্যা করা হয় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে। জাতিসঙ্ঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের সব অনুরোধ এবং আপত্তি উপেক্ষা করে সরকার আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে আল্লাহর দ্বীনের মর্দে মুজাহিদ পাড়ি জমান তার প্রিয় মাবুদের দরবারে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন। রাতেই তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলায়। রাত তিনটায় আমিরাবাদ গ্রামে লাশ পৌঁছার পর গভীর রাতেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারির মধ্যে এবং তাদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় নামাজে জানাযা। রাত ৩টা ৫৭ মিনিটে লাশ দাফন করা হয়। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার লাশ আসার খবর পেয়েই রাতের তীব্র শীত উপেক্ষা করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন ছুটতে থাকে তার গ্রামের দিকে। কিন্তু পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড সৃষ্টি করে তৌহিদী জনতাকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়।

পরিবারের সদস্যরা যখন গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন আওয়ামী লীগের গুণ্ডাবাহিনী অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে তাদের উপর হামলা চালায়, পুলিশ প্রশাসন পরিবারকে সহযোগিতার পরিবর্তে আটক করে, ১৬ জন সদস্যকে থানায় নিয়ে যায়। গভীর রাতে তাদেরকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তাদের আর ফরিদপুর যাওয়ার সময় ছিল না। তারা অংশ নিতে পারেনি জানাযা এবং দাফনের কাজে। ছেলে মেয়েরা শেষ বারের মতো দেখতে পারেনি তাদের পিতার মুখখানি। এমনই নিষ্ঠুর আওয়ামী সরকার!

বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ নিন্দা আর প্রতিবাদের ঝড়

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি

১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে দেয়া বিবৃতিতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার শাহাদাতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। মহাসচিব অফিসের মুখপাত্র মার্টিন নেসিরকি তার সাপ্তাহিক ব্রিফিং এ জানান, মহাসচিব এই রায় কার্যকরের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি এই জন্য দুঃখিত। এই ধরনের ফাঁসি কার্যকরকে নিরুৎসাহিত করে জাতিসংঘ মহাসচিব সকল পক্ষকে ধৈর্য ও সংযম দেখানোর আহবান জানিয়েছেন। জাতিসংঘ সব ধরনের মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরোধী উল্লেখ করে বান কি মুন সহিংসতা পরিহার করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত ডেইলী স্টারের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সময় জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর নিয়ে আলোচনা করেন। এই রায় বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে সহিংসতা বাড়তে পারে এমন আশংকার কথাও জানান মার্কিন মন্ত্রী। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে বিচার করা সম্ভব না হলে এই ধরনের কার্যক্রম এড়ানোরও পরামর্শ দেন জন কেরি।

স্টিফেন জে র‍্যাপ

আপিল বিভাগের রায়ের পর মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের যুদ্ধাপরাধ ও বৈশ্বিক অপরাধের বিচারবিষয়ক বিভাগের বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ বলেন, শুরু থেকেই আমি ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে বিচার সম্পন্ন করার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে আসছি। বিবাদীর অধিকার সুনিশ্চিত না হলে এবং এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আন্তর্জাতিক মানের বাইরে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে বাংলাদেশের বন্ধুরা হতাশ হয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা না হলে তা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বৃটেন। ঢাকার ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বৃটিশ হাইকমিশন থকে এ বিবৃতি ইস্যু করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিতে বলা হয়, ইইউ সব পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ বিচারের শুরু থেকেই বার বার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন

আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনার নাভি পিল্লাই। কাদের মোল্লার জন্য শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠানোর তথ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়েছে। নাভি পিল্লাই জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে একজন রাজনীতিক হিসেবে উল্লেখ করে তাঁকে এখনি ফাঁসিতে না ঝোলানোর অনুরোধ করেন।

বৃটেনের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী

আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকারিতা স্থগিতের আহ্বান জানিয়ে বৃটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক সিনিয়র প্রতিমন্ত্রী ব্যারোনেস সাঈদা ওয়ার্সি এক বিবৃতিতে বলেন, কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডে আমি উদ্বিগ্ন। বৃটেন সব পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড বিরোধী। এটা মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। ওয়ার্সি বলেন, কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দেয়া রায় রিভিউ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি বলে আমরা জেনেছি।

রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের বিবৃতি

তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানও এক প্রতিক্রিয়ায় এই বিচারিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি তার বিবৃতিতে বলেন, আব্দুল